24

তারিখ ... 27 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম

জামালপুর জেলার সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে পরীক্ষার নামে প্রহসন হইয়াছে। গত ৯ই জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠি-পত্র কলামে প্রকাশিত 'প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় গণটোকা-টুকি' শীর্ষক লেখায় এ ব্যাপারে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। আমি উক্ত পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থী ছিলাম। আমার পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ। এই কেন্দ্রে যাঁহারা পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্বপালন করিয়াছেন তাঁহারাই পরীক্ষার্থীদের সাহায্যকারী হইয়া উত্তর বলিয়া দিয়াছেন। বিদ্যালয়কে আমরা বলিয়া থাকি মানুষ গড়ার কারখানা। শিক্ষক হইতেছেন মানুষ গড়ার কারিগর আর শিক্ষাকে তুলনা করা হয় জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে। প্রশ্ন হইতেছে, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতি হইল যাঁহারা নিয়োগ পাইবেন তাঁহারা কেমন কারিগর হইবেন? জাতির মেরুদণ্ডই বা কেমন করিয়া শক্ত হইবে? নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সুন্দর ও মানসম্পন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরীক্ষার্থীর মেধা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিদর্শকদের উত্তর বলিয়া দেওয়া, কলেজ পিয়নদের বাহিরে প্রশ্ন লইয়া যাওয়া উত্তর লিখিয়া ভিতরে পৌঁছানো ইত্যাদি পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছে। আমি মনে করি, পরীক্ষা গ্রহণের সময় দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার পর উত্তরপত্র কম্পিউটারে মূল্যায়নের কোন প্রয়োজন নাই। কম্পিউটার তো বলিতে পারিবে না কোন পরীক্ষার্থী উত্তরদানের বেলায় শুধুমাত্র নিজের মেধার উপর নির্ভর করিয়াছে? এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—জনৈক পরীক্ষার্থী, লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর।